দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0 8 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিস্ফোরণোন্মুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে দেশে শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং দেশব্যাপী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবরটি দেশবাসীর মনে যে আশা ও স্বস্তির সঞ্চার করবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই আশা ও স্বস্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা তথা আইন-শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠা এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সাফল্যের ওপর।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন, সন্ত্রাসী-মস্তানদের দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অতীতের যা রেকর্ড তা অতি অনুচ্ছল বললেও খুবই কম বলা হয়। বলতে হয় রেকর্ডটি বড় মলিন। ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের যে অভিযান চালানো হয়েছিল তার শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে পরিসমাপ্তি কারও নজর এড়ায়নি। দেশবাসী লক্ষ্য করেছে অজস্র অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত সেই অভিযান কিভাবে সামান্যসংখ্যক সেকেলে ও দেশী অস্ত্র আটক এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের প্রধান প্রতিপক্ষ দলগুলোর লোকদের গ্রেফতার ও হয়রানির অভিযানে পর্যবসিত হয়, কিভাবে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ বা 'ক্যান্টনমেন্ট' রূপে পরিচিত স্থানগুলো অভিযানের আওতার বাইরে থেকে যায়, সন্ত্রাসী-মস্তানদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বাহিনীগুলো সেই অভিযানকে এড়িয়ে পূর্ণ শক্তিতে অস্ত্রসহ নিরাপদ থেকে যায় এবং তাদের বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার থেকে যায় অটুট। দেশবাসীর মনে তখন এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, দলীয় সরকারের অধীনে, ব্যাপক দলীয়করণের শিকার প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত অভিযান কোনক্রমেই ঘোষিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে না, হতে পারে না।

এখন দলীয় সরকার নেই। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে দলীয়করণ ও দুর্নীতিদুষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি নির্দলীয় সরকারের নির্দেশিত কার্যক্রম সফল করবে বা করতে পারবে? প্রশ্নটা উঠছে এ কারণে যে, মাত্র কয়েক দিন আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কিন্তু অভিযানটি কোন্ কোন্ হলে কখন পরিচালিত হবে তার সমস্ত খবর আগেই চলে যায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের কাছে। তারা সরে যায়, সরিয়ে ফেলে অস্ত্রভাণ্ডার। ফলে অভিযানে ধরা পড়ে গুটিকয়েক অস্ত্র এবং গ্রেফতার হয় মাত্র জনাকয়েক। পুলিশের গোপন অভিযানের খবরটি কিভাবে সন্ত্রাসীদের কাছে চলে যায়? পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে কি কোন গোপন লিয়াজোঁ কাজ করে? তাছাড়া, এটা কি করে অভিযান পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ আশা করতে পারে যে, একেকটি হলে অভিযান চলবে, একটায় শেষ হলে অন্যটায় শুরু হবে, আর অন্য হলগুলোর সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বসে থাকবে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাঁরা সে রকম আশাই করেছিলেন। কয়েকটি হলে তল্লাশি হলো, বাকিগুলোতে হলো না। বিশেষ করে যে দু'টি হল সন্ত্রাসীদের 'ক্যান্টনমেন্ট' হিসাবে খ্যাত সেই দু'টিতে। কেন এবং কোন্ বিবেচনায়? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও যদি পূর্বের কায়দায় অস্ত্র উদ্ধারের প্রসহন বা লুকোচুরি খেলা চলে তাহলে কিভাবে এই সরকার তার দায়িত্ব পালনে সফল হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবর হচ্ছে ক্যাম্পাসে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। হলগুলোতে আবার বিভিন্ন দলের অনুগত আবাসিক ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সমাবেশ ঘটছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পাহারা দিচ্ছে বিভিন্ন হলের গেটে। আবাসিক ছাত্রদের তারা হয়রানি করছে। কয়েকটি হলের সীমানা প্রাচীর ভেঙেছে, সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে বাঙ্কার বানিয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারকে অস্ত্র উঁচিয়ে পাকড়াও করে সন্ত্রাসের খবর প্রকাশের দায়ে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছে সূর্যসেন হলের কয়েকজন সন্ত্রাসী। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা এখন ভয়হীন এবং বেপরোয়া। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে তারা গ্রাহ্যই করছে না।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, তারা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধান-অপ্রধান কলেজে, মাদ্রাসা ও স্কুলে। তারা ঘাঁটি গেড়েছে দেশের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য স্থানে, শহরবন্দর-গ্রামগঞ্জে, যোগাযোগ ও বাণিজ্যকেন্দ্রে। সরিষার ভূত আগে না তাড়িয়ে, গোপন খবর ফাঁস হবার ছিদ্রগুলো বন্ধ না করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবে।

আরেকটি বিষয় এখানে বলা দরকার, এটা সর্বজনবিদিত যে, বেআইনী অস্ত্রের এক বিরাট ভান্ডার এবং অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের এক বিরাট বাহিনীর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক জামায়াত-শিবির। কিন্তু প্রাক্তন বিএনপি সরকারের আমলে রহস্যজনক কারণে সেসব অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা হয়নি এবং অস্ত্রধারী ক্যাডারদেরও স্পর্শ করা হয়নি। এখনও যদি সেই রহস্যময় কারণটি বিদ্যমান থাকে এবং জামায়াত-শিবিরের অস্ত্র ও অস্ত্রধারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় সেটাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তারাই জানে। তবে কোন ব্যাখ্যাই যে জনগণের কাছে গ্রহণীয় হবে না তা আগাম বলে দেয়া যায়।